বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

প্রকাশনা :
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

কারিগরি সহযোগিতা :
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি)

অর্থায়নে : কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম
(সিডিএমপি ২)

বাণী

মন্ত্রী
দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পলিবাহিত বিস্তীর্ণ এক সমতল ব-দ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রায়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এসব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, খরা ইত্যাদি। কিছুদিন পরপর এ ধরনের নিয়মিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এদেশে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। একারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিগণিত।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) চালু করেন যা আজও উপকূলীয় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে সাইক্লোন এর কবল থেকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট। সিপিপির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ও কারিগরি সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি) - কে সাথে নিয়ে কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২) গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা দুর্গত অঞ্চলের মানুষের কাছে সতর্কতা বার্তা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে "ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম" বাস্তবায়ন করছে যেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে; তথাপি জলবায়ু পরিবর্তন সহ জনসংখ্যার আধিক্য, নানাবিধ প্রতিকুলতা এবং দুর্যোগের সংখ্যা ও প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। আমাদেরকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখতে হবে।

আমি আশা করবো গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বন্যা মোকাবেলায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দেশের বন্যা দুর্গত অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত করা হবে এবং বন্যার হাত থেকে দেশের মানুষ, মানুষের জীবিকা ও সম্পদ রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সিডিএমপি এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং এ কার্যক্রমের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম, এমপি)

বাণী

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম
(সিডিএমপি ২)

নদী মাতৃক বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা। আমাদের দেশে সংঘটিত বন্যার প্রকৃতি এক নয়, এদেশে বন্যা কখনো স্বল্পমাত্রায়, কখনো অধিক মাত্রায় আবার কখনো স্বল্পমেয়াদি, কখনো দীর্ঘমেয়াদি। কখনো কখনো এদেশের মানুষের জন্য বন্যা হয়ে ওঠে প্রচন্ড বিধ্বংসী, তছনছ হয়ে যায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন, যার প্রমাণ মেলে ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এর মত ভয়াবহ বন্যায়। একটি বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, অবস্থান গত কারণেই আমাদের পক্ষে বন্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বন্যা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন বন্যার পূর্বে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের কার্যকরী প্রস্তুতি।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রতিনিয়ত বন্যার পূর্বাভাস তৈরি ও সীমিত পরিসরে প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু এখনো মাঠ পর্যায়ে জনগনের নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সফলতা অর্জিত হয়নি। জাতীয়ভাবে বন্যা পূর্বাভাসে যে ভাষা এবং একক ব্যাবহার করা হয় তা সবসময় প্রান্তিক পর্যায়ের বিপদাপন্ন জনসাধারণের জন্য বোধগম্য হয়না। এ কারণে বন্যা পূর্বাভাসকে স্থানীয়দের বোধগম্য ভাষায় প্রচার ও তাদেরকে বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২), বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠিকে বন্যা পূর্ব প্রস্তুতিগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে ক্ষয়ক্ষতিহ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে বন্যা প্রবণ দুটি জেলা সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে বাংলাাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)। আমার বিশ্বাস কর্মসূচিটি বন্যা পূর্বাভাস স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরীভাবে প্রচারে ও জনসাধারণের বিপদাপন্নতা হ্রাসে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এ বাহিনীর গ্রাম পর্যায়ের দক্ষ কর্মীবৃন্দ যাদের সফল অংশগ্রহনই এই কর্মসূচির প্রধান চালিকা শক্তি তাদের সহ এই কর্মসূচির সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এ কর্মসুচির সফলতা কামনা করি ।

মোহাম্মাদ আবদুল কাইয়ুম

বাণী

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বন্যা প্রবণ একটি দেশ। বন্যা যেন এদেশের মানুষের কাছে একটি নিত্য নৈমিত্য ব্যাপার। যার সঙ্গে নিত্য বসবাস সেই বন্যাই কখনো কখনো এদেশের মানুষের কাছে হয়ে ওঠে বিধ্বংসী যার উদাহরণ স্প্রাতিককালে ১৯৮৭, ১৯৮৮,১৯৯৮ এর ভয়াবহ বন্যা। বাংলাদেশ সরকারের সুত্র অনুযায়ী শতাব্দীর ভয়াবহ ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের ৭৫%ভূভাগ প্লাবিত হয়েছিল যার মাধ্যমে ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ২৫ মিলিয়ন মানুষ গৃহ-হীন হয়েছে, গৃহপালিত পশু হারিয়েছে ২৬,০০০, ফসল নষ্ট হয়েছে ৫৭৫,০০০ হেক্টর জমির, ৩০০,০০০ নলকূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, প্লাবিত হয়েছে ১৬,০০০ কিলোমিটার রাস্তা, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৪৫০০ কিলোমিটার নদীর বাঁধ ।

বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা কমানো সম্ভব। বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বন্যা পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিতরনের চেয়ে বন্যার পূর্বে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের প্রস্তুতি যে অনেক বড় ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

আমাদের দেশে বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমাতে বন্যা পূর্বাভাস/সতর্ক সংকেত তৈরি ও প্রচারে FFWC নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা প্রসংশার দাবিদার হলেও বাস্তবতার নিরীখে সেখানেও রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। কারণ জাতীয়ভাবে বন্যা পূর্বাভাসে যে ভাষা এবং একক ব্যাবহার করা হয় তা সবসময় গ্রামীণ পর্যায়ের নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য বোধগম্য হয়না এবং কার্যকর ভূমিকাও রাখেনা। এর জন্য প্রয়োজন পূর্বাভাসকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে তাদের বোধগম্য করে প্রচার করা। যা তাদের বন্যা পূর্ব প্রস্তুতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগ সহ দেশের যেকোন ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সাড়া দিয়ে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমাতে CDMP- র আর্থিক BDPC- র কারিগরী সহযোগিতায় দেশের অত্যন্ত বন্যাপ্রবণ দুটি জেলা ধসিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় বাংরাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাস্তবায়ন করছে ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (এফপিপি)। । নিয়মিত কাজের বাইরে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব, আনসার ভিডিপির দায়বদ্ধতা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের বিশেষ অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি করেছে

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো আনসার ভিডিপির স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামের ভাষায় বন্যার সংবাদ তৈরি ও প্রচার এবং উঠান বৈঠক সহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে বন্য পূর্বপ্রস্তুতি সচেতনতা সৃষ্টি।

উঠান বৈঠকে আলোচনার উপকরণ হিসেবে এই প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুত করা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক এবং ফ্লিপচার্ট যা স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এই কর্মসুচির সার্বিক সাফল্য কামনার পাশাপাশি এর অংশীদার হওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন

ভূমিকা

নদী-নালা ও খাল-বিলের দেশ, আমাদের এই বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বন্যা এ দেশের জন্য একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা। বর্ষা মৌসুমে আমাদের প্রধান নদীগুলোর মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ জলরাশি দক্ষিণে সাগরে গিয়ে পড়ে, তার ৯৫% আসে উজানের দেশগুলো থেকে। এই পানির সাথে আসা পাহাড়ি বালু ও পলি মাটির কারণে আমাদের নদীগুলোর নাব্যতা, এবং সেই সাথে পানি-ধারণ ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে প্রতি বছর। তাই একটু পানি বাড়লেই নদীর দুই কূল প্লাবিত হয়ে ভাসিয়ে দেয় গ্রাম, শহর ও নগর।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে ,বন্যা প্রতিরোধে সকল নদীতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে পাকা বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তার চাইতে আমাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে যা করা উচিত, তা হচ্ছে বন্যাপ্রবণ এলাকায় যে সব মানুষ বাস করেন বন্যা মোকাবেলায় তাঁদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস- এই ফ্লিপচার্টটি।

এই ফ্লিপচার্টটি ব্যবহার করবেন বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী আনসার ভিডিপি'র স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তগণ। বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বন্যার পূর্বে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যে কাজগুলো করা উচিত, সেই বিষয়গুলোকে এই ফ্লিপচার্টে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আমরা আশা করি যে, বন্যা মোকাবেলায় আপনার এলাকার সাধারণ জনগণের সচেতনতা বাড়াতে আমাদের (আনসার ও ভিডিপি,সিডিএমপি,বিডি-পিসি) এই প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শুভ কামনায়

মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার

সূচিপত্র

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- বিষয়বস্তু
- বন্যাপূর্ব স্বাভাবিক সময়
- ফ্লিপচার্টের উপস্থাপক
- স্বেচ্ছাসেবক
- ফ্লিপচার্ট প্রদর্শনীর নিয়মাবলি
- বাংলাদেশে বন্যা ও তার কারণ
- বাড়ির ভিটা উঁচু করা
- বাড়ির চারপাশে বন্যা প্রতিরোধক গাছ লাগানো
- বন্যার সময়ের জন্য নগদ সঞ্চয়
- বন্যার সময়ে জরুরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
- গবাদি পশু ও পাখি রক্ষা, তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন
- নিরাপদে মা হওয়া
- শিশুদের সাঁতার শেখানো
- বন্যা আসার আগেই নিরাপদ অথবা বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্রের খোঁজ করা
- দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক কমিটি গঠন
- বন্যার ফলক ও পতাকা দেখে বন্যার প্রস্তুতি
- বন্যা পরবর্তী করণীয়

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বন্যাপ্রবণ এলাকায় জনগণকে পরিবারিক ও সামাজিকভাবে বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুত করা এবং আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা।

বিষয়বস্তু

বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের বন্যার পূর্বে স্বাভাবিক সময়ে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যেসব কাজ ও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এই ফ্লিপচার্টে সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বন্যাপূর্ব স্বাভাবিক সময়

বন্যাপূর্ব স্বাভাবিক সময় বলতে যখন দুর্যোগ বা বিপদ থাকে না সেই সময়কে বোঝানো হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণত আষাঢ় - আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা হয়ে থাকে। সুতরাং এই মাসগুলো ছাড়া বছরের মাসগুলোকে স্বাভাবিক সময় হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য সব চেয়ে আদর্শ সময় হচ্ছে এই স্বাভাবিক সময়। আগে থেকে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে বন্যার সময় তার সুফল পাওয়া যায়। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমে যায়।

ফ্লিপ চার্টের উপস্থাপক

এই ফ্লিপচার্টের উপস্থাপককে আমরা বলেছি স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবক এই ফ্লিপচার্টটি উঠান বৈঠকে গ্রামের মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন।

স্বেচ্ছাসেবক

কোন প্রকার অর্থ, উপকরণ, নাম ও যশের কথা না ভেবে মানুষ ও সমাজের কল্যানে কোন কিছু করা বা নিজেকে উৎসর্গ করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবা। আর যিনি মানুষ ও সমাজের কল্যানে স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে থাকেন বা নিজেকে উৎসর্গ করেন তাকে বলা হয় স্বেচ্ছাসেবক।

এক কথায় এলাকার আনসার ও ভিডিপি'র সদস্য, সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মী, ইমাম, শিক্ষক, শিক্ষিকা, এনজিও, গ্রুপ লিডার, সমাজ ও সংস্কৃতি কর্মী, সাংবাদিক, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সমাজসেবী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গই যারা উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করছে বা কাজ করতে আগ্রহী তারাই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গণ্য হবে।

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের প্রস্তুতি

- আলোচনার জন্য কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ জন অংশগ্রহণকারীকে আগে থেকেই নির্বাচন করুন।
- কবে, কোথায়, কখন ফ্লিপচার্ট এর মাধ্যমে আলোচনা উপস্থাপন করবেন সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
- সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাদের সামনে ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করবেন তাদেরকে আলোচনার দিনক্ষণ জানিয়ে দিন।
- যে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন, সেই বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ভালোভাবে জেনে নিন। প্রয়োজনে গাইড বুকের সাহায্য নিন।
- খোলামেলা এবং পর্যাপ্ত ছায়া আছে এমন জায়গায় ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করুন।

ফ্লিপচার্ট প্রদর্শনীর নিয়মাবলি

- ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে নিন।
- ফ্লিপচার্টের যে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- ছবি দেখানোর সাথে সাথে বক্তব্য রাখার পদ্ধতি ঠিক করুন।
- শুরুতেই উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচয় ও শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।
- আপনার বক্তব্য হবে সাবলীল। আলোচনা পদ্ধতি হবে অংশগ্রহণমূলক। অর্থ্যাৎ অংশগ্রহণকারীরাও যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশ নেন সে রকম পরিবেশে তৈরি করুন।
- ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে উপস্থাপন করুন যাতে সকল অংশগ্রহণকারী ভালোভাবে দেখতে পারেন।
- উপস্থাপনার প্রয়োজনে নিজের আঙুল, কলম অথবা ছোট কঞ্চি দিয়ে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় নির্দেশ করে উপস্থাপন করুন।
- আলোচনা সহজ ও স্থায়ীয় ভাষায় করুন।
- আলোচনা দীর্ঘ করবেন না, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করুন।
- অংশগ্রহণমুখী আলোচনা করুন । অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করুন ।
- আলোচনা শেষ হলে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করুন ।
- ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ করুন।

ছবির বিষয় ঃ বাংলাদেশে বন্যা ও তার কারণ

ছবির উদ্দেশ্য:

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে বন্যা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের বর্তমান যা অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে বন্যা প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব। তাই বন্যা প্রতিরোধের কথা না ভেবে বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি যতটা পারা যায় কমিয়ে আনার জন্য জনগণকে পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার লক্ষ্যে সচেতন করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

মানচিত্রে বাংলাদেশের সব চেয়ে বড় তিনটি নদী পদ্মা (গঙ্গা), মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তিনটি নদীর পানি কোন কোন দেশ থেকে আসে তা দেখানো হয়েছে। সেই সাথে উজানের দেশগুলো (নেপাল, ভারত, চীন, ভুটান) থেকে পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে কিভাবে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মেশে তাও দেখানো হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, বাংলাদেশে প্রায় সব নদী উজানের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশের প্রধান নদী তিনটি পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র। এই নদীগুলোর উৎস নেপাল, ভারত, চীন, ভুটান।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- বাংলাদেশ নদীর দেশ। বাংলাদেশে ছোট বড় ২৩০টি নদী আছে।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভাটির দিকে। বাংলাদেশের উজানে আছে নেপাল, ভারত, ভুটান, চীন। উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর উৎস ওই সব দেশে। এসব নদী দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মেশে।
- বর্ষাকালে এ দেশের নদ নদীতে যে বিপুল পরিমাণ জলরাশি দেখা যায় তার প্রায় ৯৩.৫% উজান দেশ থেকে আসে।
- বাংলাদেশের আয়তনের সমান প্রায় ১১টি দেশের সমান অঞ্চলের পানি বাংলাদেশে আসে। এ ছাড়া উজান থেকে পানির সাথে আসে পাহাড়ি বালু, পলিমাটি, নুড়ি পাথর। এই বালু, পলিমাটি, নুড়ি পাথর নদীর তলদেশ ভরাট করে দেয়। ফলে নদী তার স্বাভাবিক ক্ষমতায় পানি ধারণ করতে পারে না। বর্ষাকালে যখন উজান থেকে প্রবল বেগে পানি নেমে আসে তখন তা উপচে পড়ে। দু পাশের লোকালয় ডুবে যায়। ভেসে যায় মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ি। বাড়ে মানুষের দুর্ভোগ।
- আমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে এ দেশের বন্যা কখনই প্রতিরোধ করা যাবে না। তাই বন্যা প্রতিরোধের কথা না ভেবে আমাদের ভাবা উচিত বন্যার পূর্বে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বন্যার কারণে যে সব ক্ষয়ক্ষতি হয় তা কমিয়ে আনার উপায় বের করা।

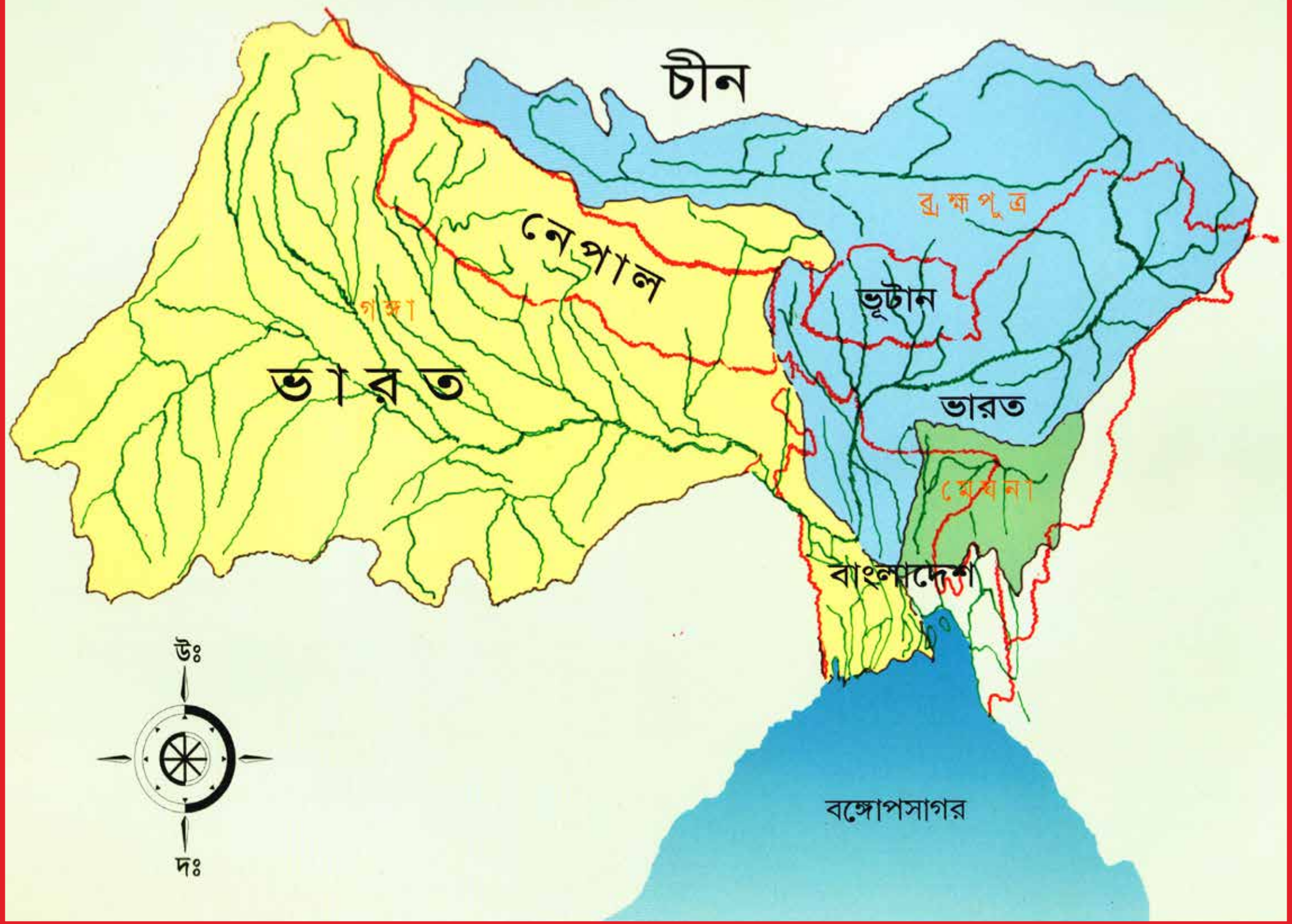

চীন
ব্রহ্মপুত্র
নেপাল
ভূটান
গঙ্গা
ভারত
ভারত
মেঘনা
বাংলাদেশ
উঃ
দঃ
বঙ্গোপসাগর

ছবির বিষয় ঃ বাড়ির ভিটা উঁচু করা।

ছবির উদ্দেশ্য:

বিগত বন্যার পানি প্রবাহের উচ্চতা এবং ভবিষৎ-এর উচ্চতা বিবেচনা করে বাড়ির ভিটা উঁচু করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

একটি পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে বন্যা আসার আগেই নিজেদের বাড়ির ভিটা উঁচু করছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, ছবিতে একটি পরিবারের নারী পুরুষ বন্যা আসার আগেই নিজেদের বাড়ির ভিটা উঁচু করছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

বাড়ির ভিটা উঁচু থাকলে যে যে সুবিধা পাওয়া যায়

- বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি নষ্ট হয় না।
- বাড়ির টিউবওয়েল ও পায়খানার ক্ষতি হয় না।
- গবাদি পশুপাখি ও তাদের খাদ্য জোগানো নিয়ে বিপদে পড়তে হয় না।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হয় না।
- এক কথায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায়।

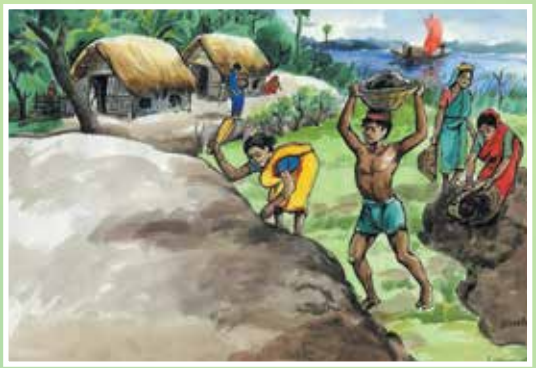

ছবির বিষয় ঃ বাড়ির চারপাশে বন্যা প্রতিরোধক গাছ লাগানো

ছবির উদ্দেশ্য:

বাড়ির চারপাশে বন্যা প্রতিরোধক (বাঁশঝাড়, কলাগাছ, ঢোলকলমী, ধঞ্চে ইত্যাদি) গাছ লাগানোর ব্যাপারে প্রতিটি পরিবারকে উৎসাহিত করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

বাড়ির মালিক নিজের বাড়ির ভিটায় বন্যা প্রতিরোধক বিভিন্ন গাছ লাগাচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, একটি পরিবার বন্যা আসার আগেই বাড়ির চারপাশে বন্যা প্রতিরোধক গাছ লাগাচ্ছেন। এর মধ্যে আছে বাঁশ ঝাড়, কলাগাছ, ঢোলকলমী ও ধঞ্চে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- ধঞ্চে, ঢোলকলমী পানিতে সহজে মরে না। ফলে এ সব গাছ স্রোত প্রতিরোধ করে ভিটার ভাঙন রোধ করে।
- শুকনা ধঞ্চে বন্যার সময়ে জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।
- বন্যার সময়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানানো যায়। প্রয়োজনে কলাগাছ বন্যার সময়ে গরু-মোষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পরিবার পরিজন পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কলা খেতে পারেন।
- বন্যার সময়ে মাচা ও যাতায়াতের সাঁকো বানানোর জন্য বাঁশের কোন বিকল্প নেই।

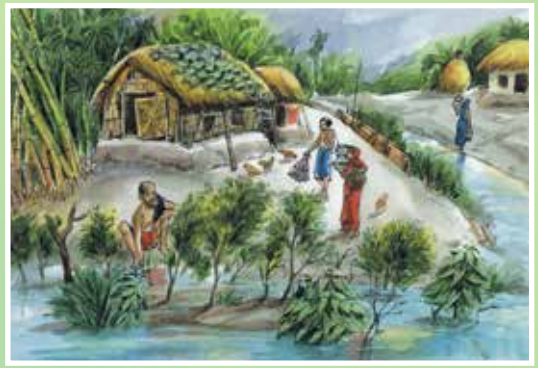

ছবির বিষয় ঃ বন্যার সময়ের জন্য নগদ সঞ্চয়

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যার সময়ে নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিটি পরিবার যাতে বন্যার আগে থেকেই নগদ অর্থ সঞ্চয় করে সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

বন্যার সময়ের কথা মাথায় রেখে একজন মহিলা মাটির ব্যাংকে নিয়মিত অর্থ জমা করছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, বন্যার সময় আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতে পারে। অসুখ বিসুখের মতো নানা বিপদ হতে পারে। সে জন্য হাতে নগদ অর্থের প্রয়োজন। একজন মহিলা নিয়মতি মাটির ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- হাতে নগদ অর্থ থাকলে ছোট বড় অনেক বিপদ মোকাবেলা করা সহজ হয়।
- অধিক সুদে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয় না।
- বিপদে অল্প মূল্যে সখের ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুযোগ সন্ধানীদের কাছে বিক্রি করতে হয় না।
- পরিবারের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

শুধু প্রতিদিন নগদ অর্থ জমা ছাড়াও সারা বছর হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে বন্যার আগে তা বিক্রি করেও নগদ অর্থ হাতে জমা রাখা যায়।

ছবির বিষয় ঃ বন্যার সময়ে জরুরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যার সময়ে পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যা আসার আগেই কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

একটি পরিবারের সদস্যরা বন্যা আসার আগেই আলগা চুলা তৈরি করছেন। জ্বালানি হিসাবে লাকড়ি জোগাড় করে এক জায়গায় জড়ো করছেন। জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য চিঁড়া, মুড়ি ও শুকনো গুড় টিন ও কৌটার মধ্যে সংরক্ষণ করছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, বন্যার আসার আগেই একটি পরিবার বন্যার সময় জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য চিঁড়া, মুড়ি ও গুড় টিন ও কৌটার মধ্যে সংরক্ষন করছেন। লাকড়ি জড়ো করছেন। আলগা চুলা বানাচ্ছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- আলগা চুলা সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। বন্যার সময়ে মাচা অথবা যে কোন উঁচু স্থানে এই আলগা চুলা বসানো যায়।
- সংরক্ষিত লাকড়ি দিয়ে রান্নাবান্না করা যায়। রান্নার জন্য পরিবারের নারী-পুরুষকে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় না।
- অতিরিক্ত বন্যায় বাইরের সহযোগিতা পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য মজুত শুকনো খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

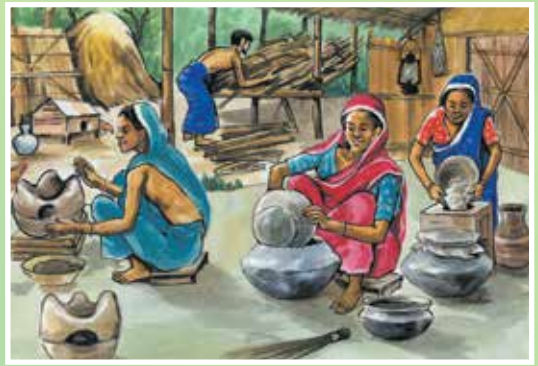

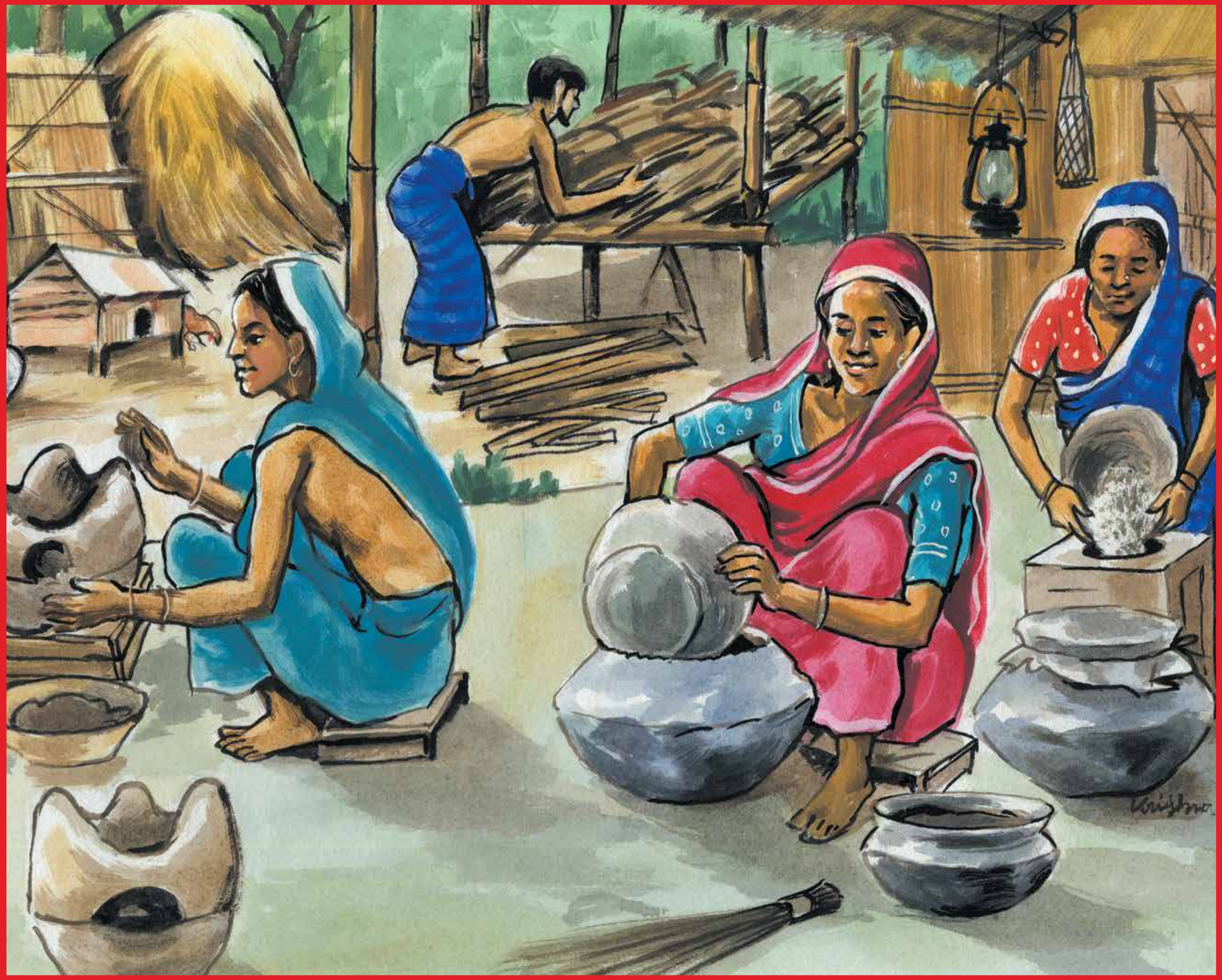

ছবির বিষয় ঃ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যা শুরু হবার আগেই বন্যাজনিত রোগ প্রতিরোধে প্রতিটি পরিবারকে সচেতন করা। যাদের টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে সেগুলো যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

একটি পরিবারের সদস্যরা বন্যা শুরু হবার আগেই বাড়ির টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাটি উঁচু করে দিচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, একটি পরিবারের লোকজন বন্যা শুরু হবার আগেই বাড়ির টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাটি উঁচু করছে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- টিউবওয়েল না ডুবলে বন্যার সময়ে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়। নিরাপদ পানি সংগ্রহের বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় না।
- বাড়ির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাটি না ডুবলে পরিবার পরিজন তথা নারীদের প্রাকৃতিক কাজে বিড়ম্বনায় পরতে হয় না। নারীদের বেপর্দা হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। বন্যাজনিত রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়।
- বন্যা শুরু হবার আগেই ঘরে যদি অতিরিক্ত ৪/৫ ফুট আকারের পাইপ থাকে জরুরি মুহূর্তে ডুবে যাওয়া টিউবওয়েল উঁচু করার জন্য তা খুবই কাজে আসে।

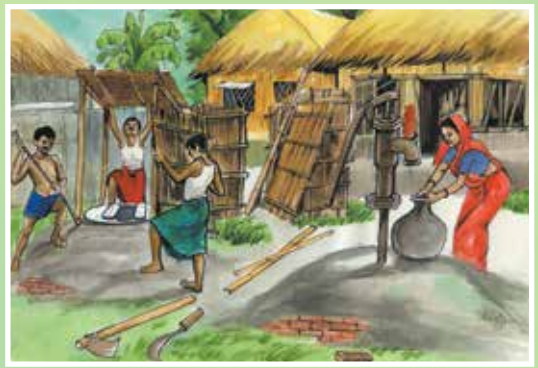

ছবির বিষয় ঃ গবাদি পশু ও পাখি রক্ষা, তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যার সময় পরিবারের গবাদি পশুপাখি রক্ষা করা যায় ও প্রয়োজনীয় খাবার দেওয়া যায় সে ব্যাপারে আগে থেকেই খাদ্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

একটি পরিবার বন্যা আসার আগেই গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির রাখার ঘর উঁচু করছে। গবাদি পশুপাখির জন্য বাড়ির আঙিনায় খাবার সংরক্ষণ করছেন। একজন মহিলা প্রাণীসম্পদ ডাক্তারের কাছ থেকে হাঁসকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়াচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, বন্যা আসার আগেই একটি পরিবার পশু ও পাখির জন্য খাবার সংরক্ষন করছে। একজন মহিলা একজন প্রাণীসম্পদ ডাক্তারের কাছ থেকে হাঁসকে প্রতিষেধক টিকা দিচ্ছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল গ্রামের মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির ঘর উঁচু থাকলে বন্যার সময় এগুলো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার ঝামেলা থাকে না।
- নিজের বাড়িতে গবাদি পশু ও পাখি থাকার কারণে বন্যার সময়ে চুরি থেকে নিরাপদে থাকে।
- বাড়িতে গবাদি পশু ও পাখির খাদ্য সংরক্ষিত থাকলে বন্যার সময় বিড়ম্বনায় পরতে হয় না।
- গবাদি পশু ও পাখিদের নিয়মিত প্রতিষেধক দেওয়া থাকলে গরুর খুরা রোগ ও মুরগির রানিক্ষেতের মতো মারাত্মক সংক্রামক রোগ হয় না।

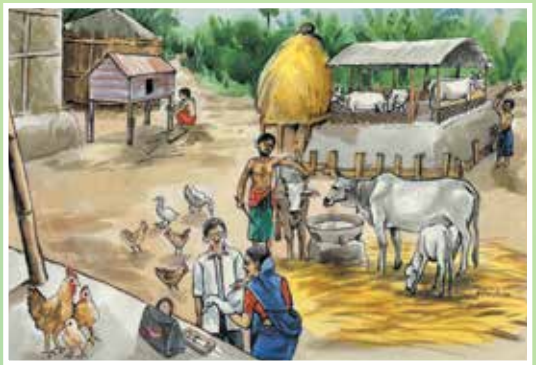

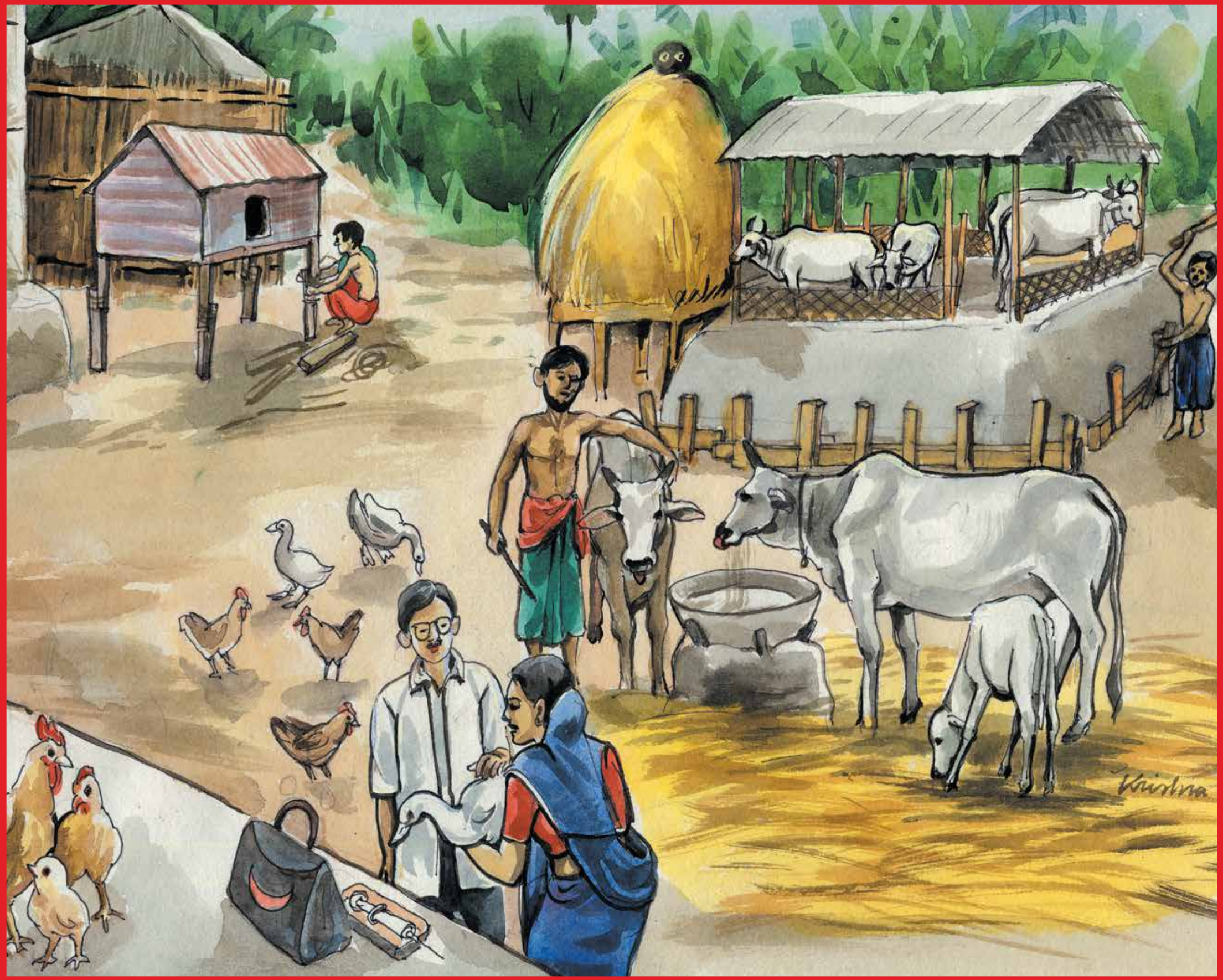

ছবির বিষয় ঃ ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যার সময়ে ডায়রিয়া থেকে জীবন রক্ষায় খাবার স্যালাইন ঘরে রাখা ও তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

একজন স্বাস্থ্যকর্মী মহিলাদেরকে স্যালাইন বানানো শেখাচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, একজন স্বাস্থ্যকর্মী মহিলাদেরকে খাবার স্যালাইন বানানো শেখাচ্ছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- বন্যার সময়ে বাড়িতে খাবার স্যালাইনের প্যাকেট রাখলে অথবা স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি জানা থাকলে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সহজ হয়। প্রতিবেশীর বিপদেও সহযোগিতা করা যায়।
- ঘরে ফিটকিরি থাকলে শোধনের মাধ্যমে বন্যার দূষিত পানি নিরাপদ করা যায়। পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়।
- বন্যার সময় যতটা পারা যায় আগে থেকে খাবার স্যালাইনের প্যাকেট কিনে রাখতে হবে। খাবার স্যালাইন বানানোর জন্য গুড় অথবা চিনি ও লবণ কিনে রাখতে হবে।

ছবির বিষয় ঃ নিরাপদে মা হওয়া

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যার সময়ে গর্ভবর্তী যাতে নিরাপদে সন্তান প্রসব করতে পারে তার জন্য গর্ভবর্তী ও তার পরিবারকে সচেতন করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

বন্যার আগেই একজন গর্ভবর্তী মহিলাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, একজন গর্ভবর্তীকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- যদি পরিবারে গর্ভবর্তী থাকে তাহলে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখতে হবে, যাতে বন্যার সময় তার সাহায্য পাওয়া যায়। গর্ভবর্তী যাতে নিরাপদে সন্তান প্রসব করতে পারে।
- গর্ভবর্তী মানসিকভাবে সবল থাকে।
- নবজাত শিশু নিরাপদ ও কম ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- বন্যা আসার আগে গর্ভবর্তীকে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গর্ভবর্তী ও নবজাতকের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা বিধান করা যায়।

ছবির বিষয় ঃ শিশুদের সাঁতার শেখানো

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যা আসার আগেই পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখাতে পরিবারের লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

দুটি শিশুকে পরিবারের লোকজন সাঁতার শেখাচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, দুটি শিশুকে পরিবারের লোকজন সাঁতার শেখাচ্ছেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- সাঁতার শেখা থাকলে বন্যার সময় পানিতে পড়ে গেলে শিশুরা সাঁতরিয়ে উঁচু স্থানে গিয়ে উঠতে পারে। পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে না।
- পানি দেখে ভয় না পাওয়ার কারণে শিশুরা ভয় মুক্ত থাকে।
- আমরা মেয়েদের সাঁতার শেখানোর ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেই না। ছেলে-শিশুর পাশাপাশি মেয়ে-শিশুকেও সাঁতার শেখাতে হবে।
- পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে শিশুদের ঝুঁকি কমানো যায়।
- বন্যার সময়ে অভিভাবকদের বিশেষ করে নারীদের সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে মানসিক স্বস্তি থাকে।

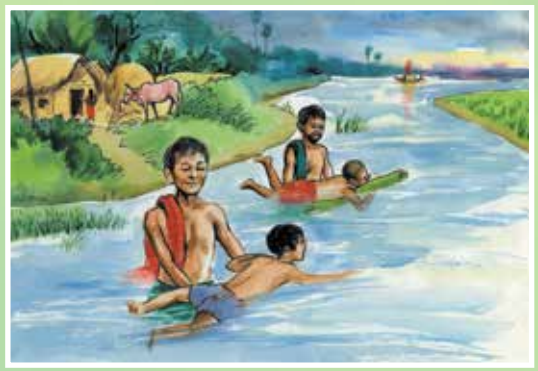

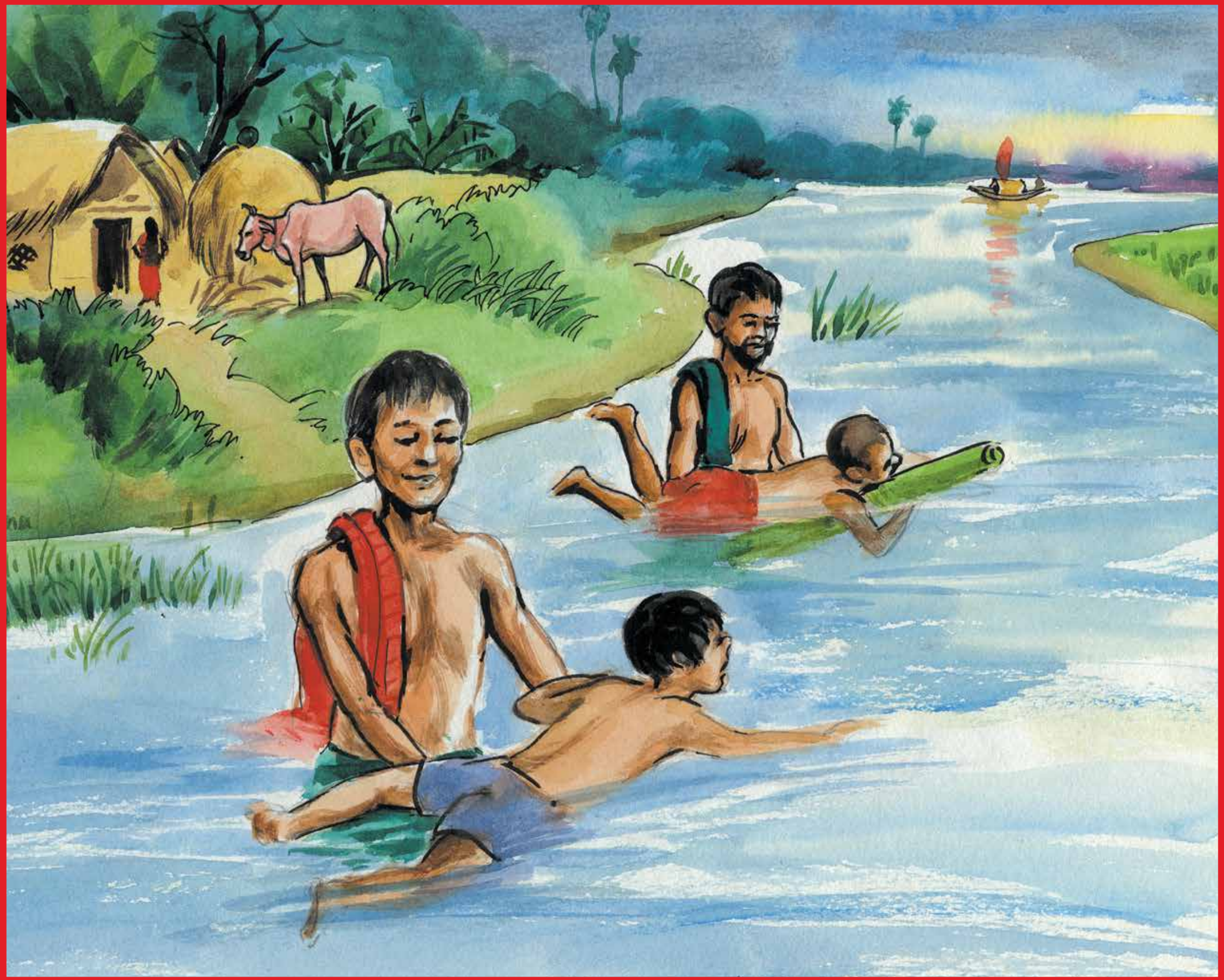

ছবির বিষয় ঃ বন্যা আসার আগেই নিরাপদ অথবা বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্রের খোঁজ করা।

ছবির উদ্দেশ্য:

অতি বন্যায় বাড়ি ঘর ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। সে জন্য আগে থেকেই আশ্রয়স্থল খুঁজে ঠিক করে রাখার ব্যাপারে বন্যাপ্রবণ এলাকার লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

আনসার ও ভিডিপির দুজন সদস্য নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অতি বন্যার সময় গ্রামবাসি কোথায় আশ্রয় নিতে পারে তা স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে চাচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, নৌকার লোক দুজন স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে চাইছেন অতি বন্যায় কোথায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র অথবা বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা আসার আগেই চিহ্নিত করা থাকলে বন্যার সময় জরুরি মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয় যেতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
- পারিবারিক সম্পদের ক্ষতি কমানো সহজ হয়।
- পরিবারের নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া যায়।
- পরিকল্পিতভাবে সবাই মিলে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কাজ করা যায়।

পুবাইল ইউনিয়ন
সমরসিং প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছবির বিষয় ঃ দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক কমিটি গঠন

ছবির উদ্দেশ্য:

দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক কমিটি গঠনের ব্যাপারে বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

গ্রামের সকল স্তরের নারী-পুরুষ একটি সভায় মিলিত হয়েছেন। তারা বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কমিটি গঠন করবেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, সকল স্তরের নারী-পুরুষ একটি সভায় মিলিত হয়েছেন। তাঁরা বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কমিটি গঠন করবেন।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- বন্যার আগেই বন্যা মোকাবেলায় কমিটি গঠন করা থাকলে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়।
- বন্যার আগে, বন্যা চলাকালে ও পরে দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিকল্পিতভাবে কাজ করা যায়।
- সরকার, এনজিও ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বয় সাধন সহজ হয়।
- বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে একসাথে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।

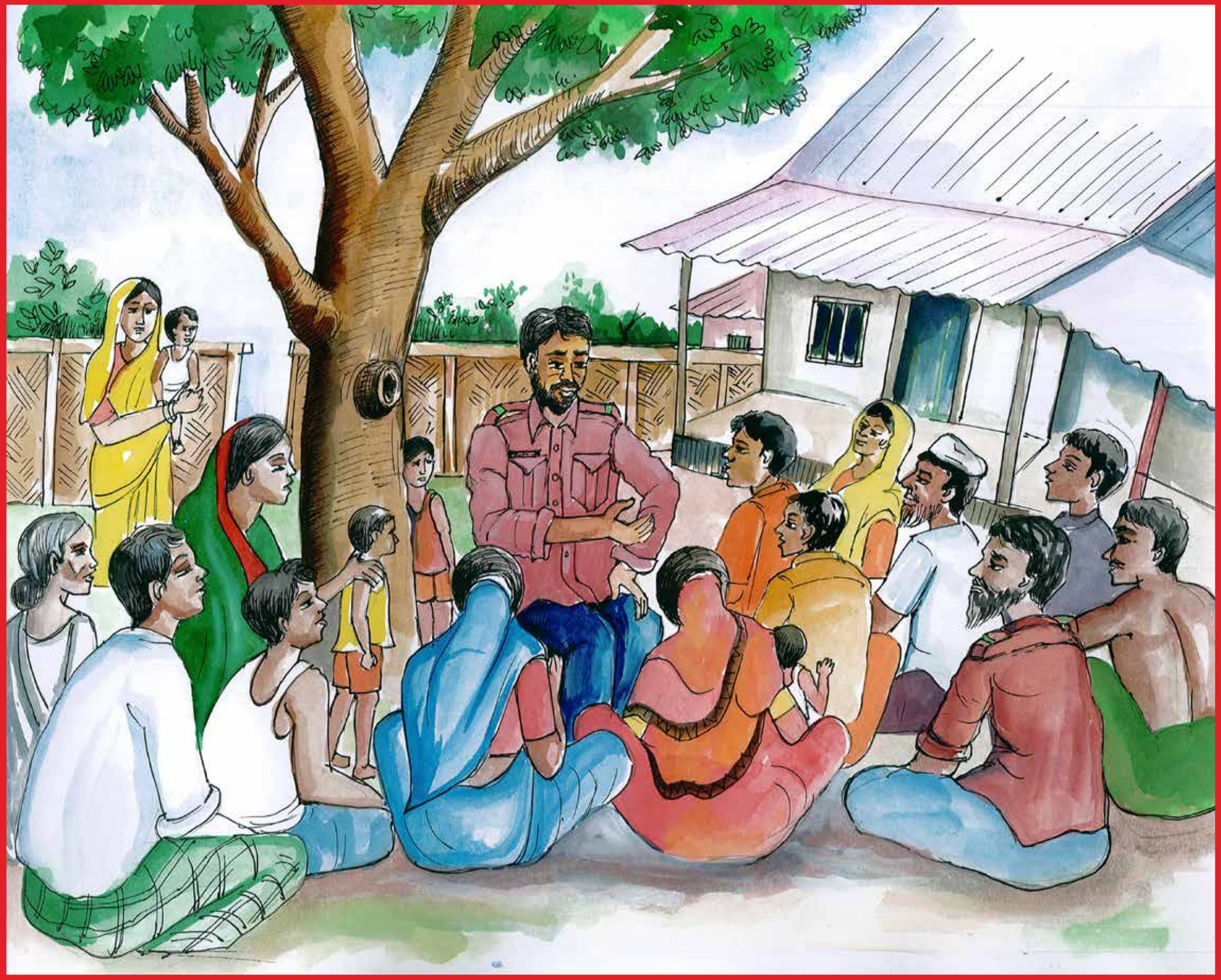

ছবির বিষয় ঃ বন্যার ফলক ও পতাকা দেখে বন্যার প্রস্তুতি

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যা শুরু হলে কি ভাবে বন্যার ফলক এবং পতাকা দেখে প্রস্তুতি নেয়া যায় সে বিষয়ে সচেতন করা এবং বন্যার সময় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা প্রচার করছেন এবং গ্রামের সদস্যরা বন্যা ফলক এবং পতাকা দেখে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, গ্রামের লোকজন বন্যা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ফলক দেখছে ,পতাকা উড়াচ্ছে এবং আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা তা প্রচার করছে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- লাল পতাকা অর্থ ভয়াবহ বন্যা ,হলুদ পতাকার অর্থ মাঝারি বন্যা এবং সবুজ পতাকার অর্থ স্বাভাবিক বন্যা।
- লাল পতাকা দেখা মাত্রই আশ্রয় কেন্দ্র এবং উচুঁ স্থানে যাওয়া
- বন্যা ফলকের পানি এবং পতাকা উড়ানোর অর্থ জানলে প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যায়।
- ক্ষয়ক্ষতি কম হবে এবং জীবন সম্পদ রক্ষা হবে।

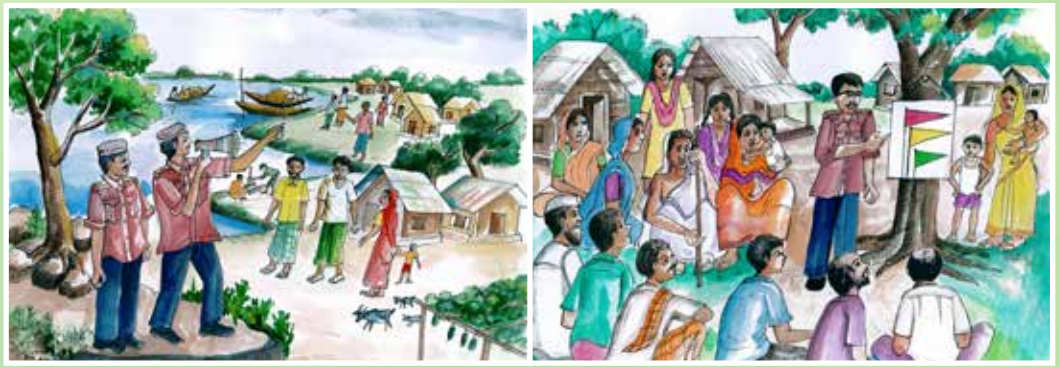

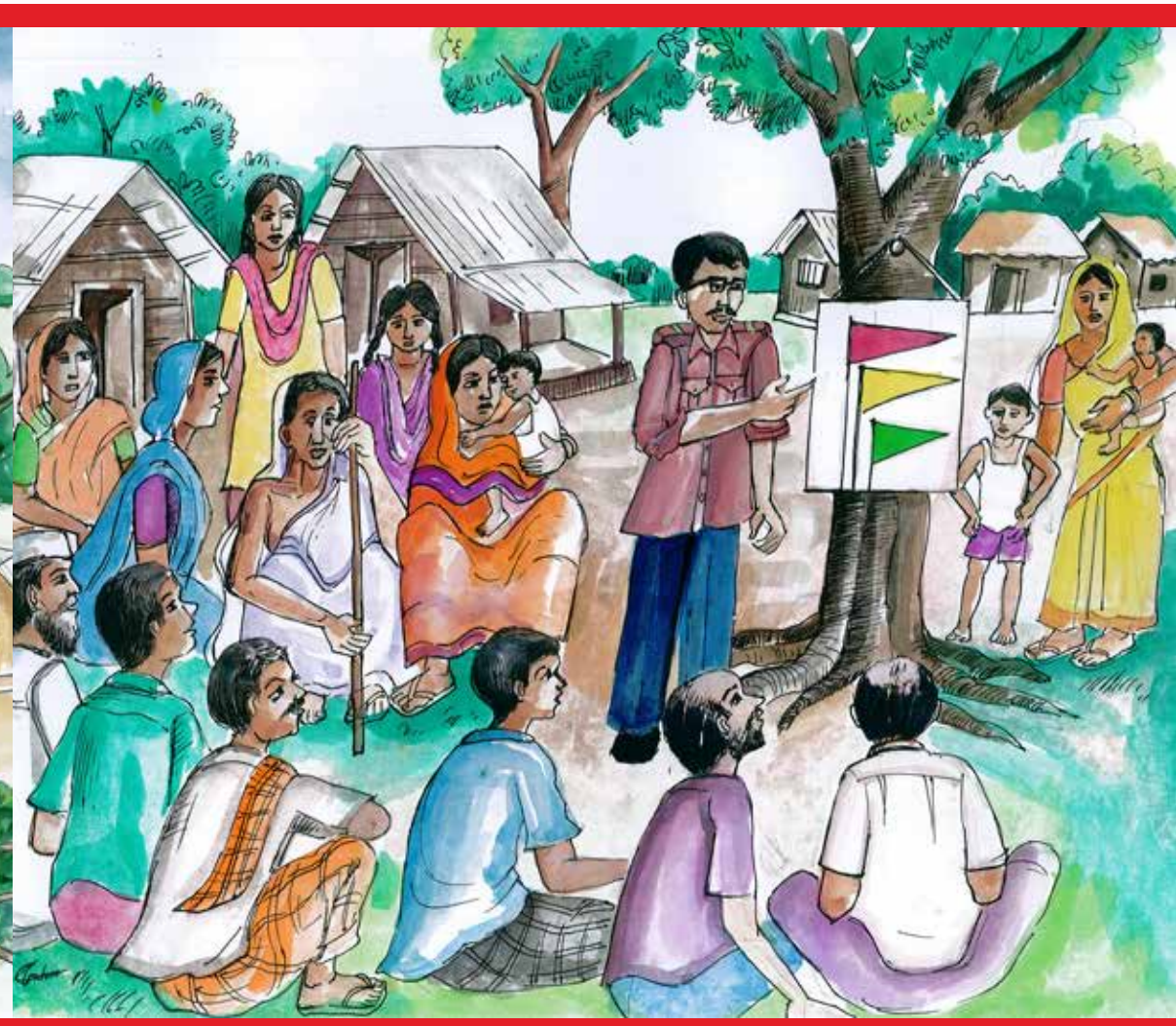

ছবির বিষয় ঃ বন্যা পরবর্তী করণীয়

ছবির উদ্দেশ্য:

বন্যা শেষ হবার পর কি কি করতে হবে সে বিষয়ে সচেতন করা।

ছবির ব্যাখ্যা:

বন্যার পর পরিবার ফিরে এসে পরিবারের সকলে মিলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, টিউবয়েল মেরামত ও ঘরবাড়ী ঠিক করছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরামর্শ:

- ছবিটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান।
- অংশগ্রহণকারীদের ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের পর আপনি ছবিটি ব্যাখ্যা করুন। বলুন যে, বন্যার পর ফিরে এসে পরিবারের সকলে মিলে ঘরবাড়ী ঠিক করছে এবং নতুন ফসল চাষ করছে।
- কোন বিষয়ে কারো কোন অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য দিন:

- নিজেদের বাড়ি মেরামত করা।
- বাড়ির আবর্জনা পরিস্কার করা।
- অন্যের বাড়িতে রেখে যাওয়া জিনিস নিয়ে আসা।
- উন্নত বীজ সঠিক ভাবে রোপণ করা।
- সরকারি, অসরকারি ঋণের টাকা সঠিক ভাবে কাজে লাগানো।
- মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা।
- জমি আবাদের জন্য কৃষি ঋণ সংগ্রহ করা।
- গাছপালা লাগানো।
- সাহায্যের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সাহায্য নেয়া।
- গোখাদ্য চাষাবাদ করা।
- বাড়ির গর্ত ভরাট করা

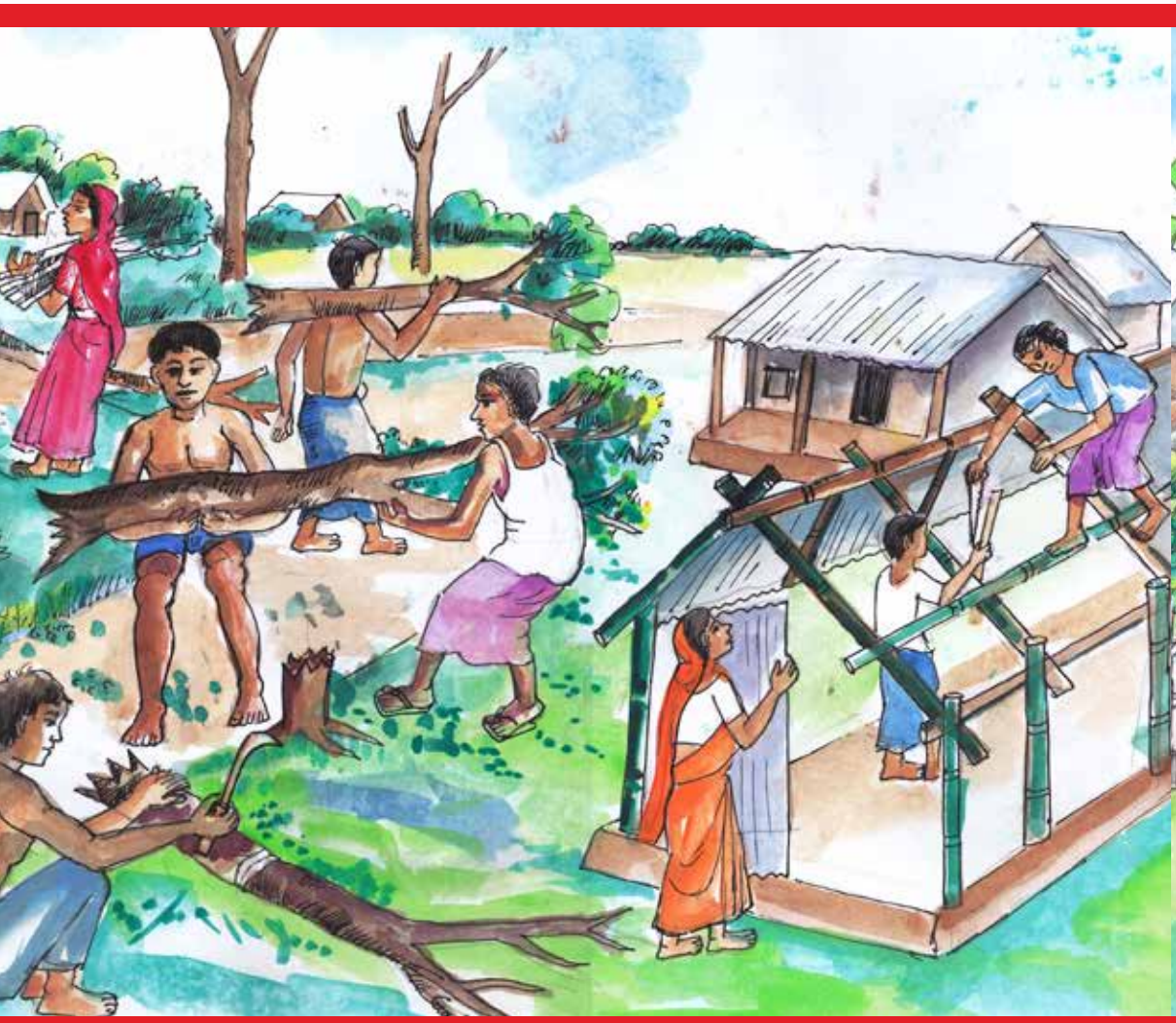

বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

ধারণা ও নির্দেশনা
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

উন্নয়ন ও সম্পাদনা
শুভাশীষ চন্দ্র মহন্ত

ছবি
কৃষ্ণা ও গৌতম

গ্রাফিক ডিজাইন
ডট্‌নেট লিমিটেড
৫১-৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা

মুদ্রণ

প্রকাশকাল
২০১৪

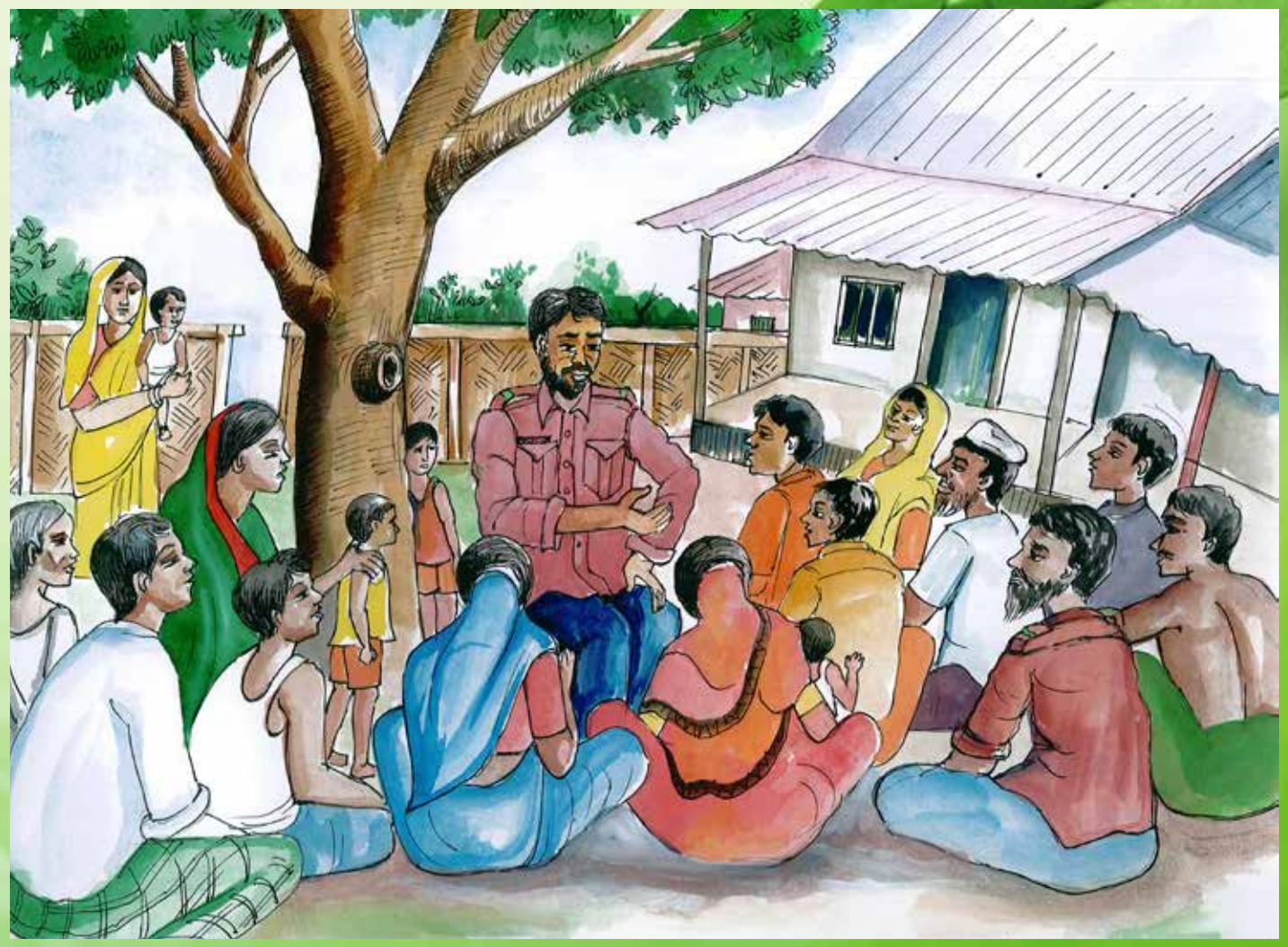

প্রকাশনা
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

কারিগরি সহযোগিতা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি)

অর্থায়নে : কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)